# লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি

ইবি লেপস্কি

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী



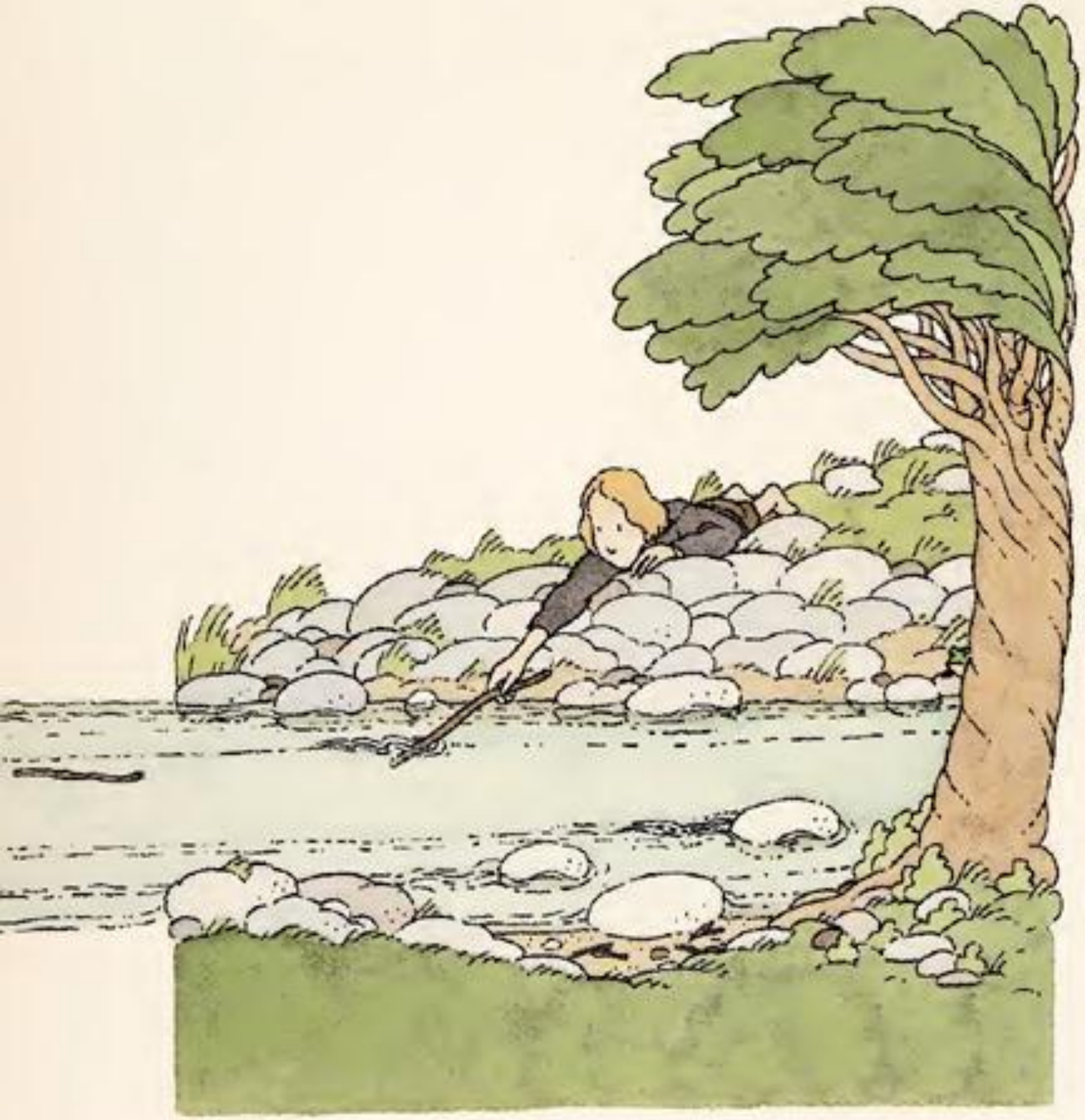
# লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

ইবি লেপস্কি
চিত্রাঙ্কনঃ পাওলো কার্ডনি
অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী



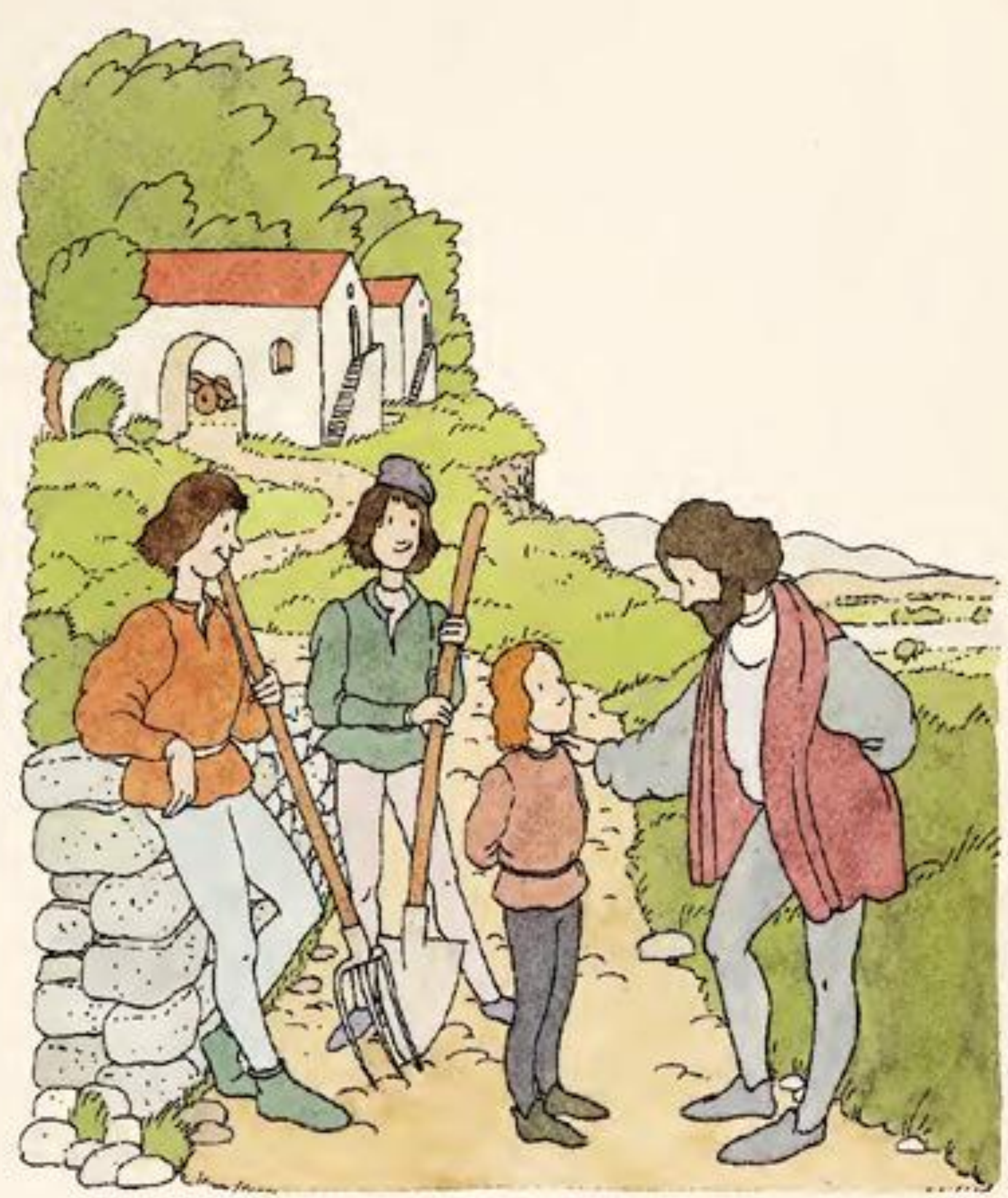
লিওনার্ডো ছোট থেকেই খুব কৌতুহলি আর সাহসী ছিলেন। প্রতিদিন তিনি গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন আর তার মনে হাজারো প্রশ্ন ভিড় করে আসত।

রামধনুতে ঐ অপূর্ব রঙ আসে কোথা থেকে? পুকুরের জলে পাথর ফেললে কিভাবে তরঙ্গ ওঠে? কিভাবে তা জলের মধ্যে ক্রমশ বড় হতে থাকে? আর কিভাবেই বা তা ছড়ায়?



গাছের ছোট ডাল গুলো নদীর জলে ফেললে, নদী তাদের কোথায় নিয়ে যায়?

ছেলেকে নিয়ে লিওনার্ডোর বাবার খুব গর্ব ছিল যে তাঁর ছেলে সবসময় ব্যস্ত! তার কতরকমের সখ, আর কত রকমের অভিনব ভাবনা!



লিওনার্ডো ছোট এক গ্রামে থাকতেন। তার বাবা শহরে কাজ করতেন কিন্তু প্রায়ই গ্রামে আসতেন লিওনার্ডোর সাথে দেখা করতে। আর প্রতিবার যখন তিনি আসতেন, তিনি তাঁর ছেলের সম্বন্ধে, সে এতদিন যা যা করেছে সবকিছু জানতে চাইতেন।



একদিন তিনি শহর থেকে গ্রামে ফিরে জানতে পারলেন লিওনার্ডো তাঁর অবর্তমানে শুধু বাড়ি বানিয়েছে। মাটি আর পাথর দিয়ে লিওনার্ডো একটা বিরাট উঁচু প্রাসাদ বানিয়েছে। সে একটা ব্রিজ আর একটা পিনহুইলও বানিয়েছে যেটা রীতিমত কাজও করে।

লিওনার্ডোর বাবা নোটারি ছিলেন। তাঁদের পরিবারে সব পুরুষেরা বিগত দুশো বছর ধরে নোটারিই ছিলেন। নোটারিরা দলিল ও আইনি কাগজপত্র সংক্রান্ত লেখাঝোকার কাজ করে।



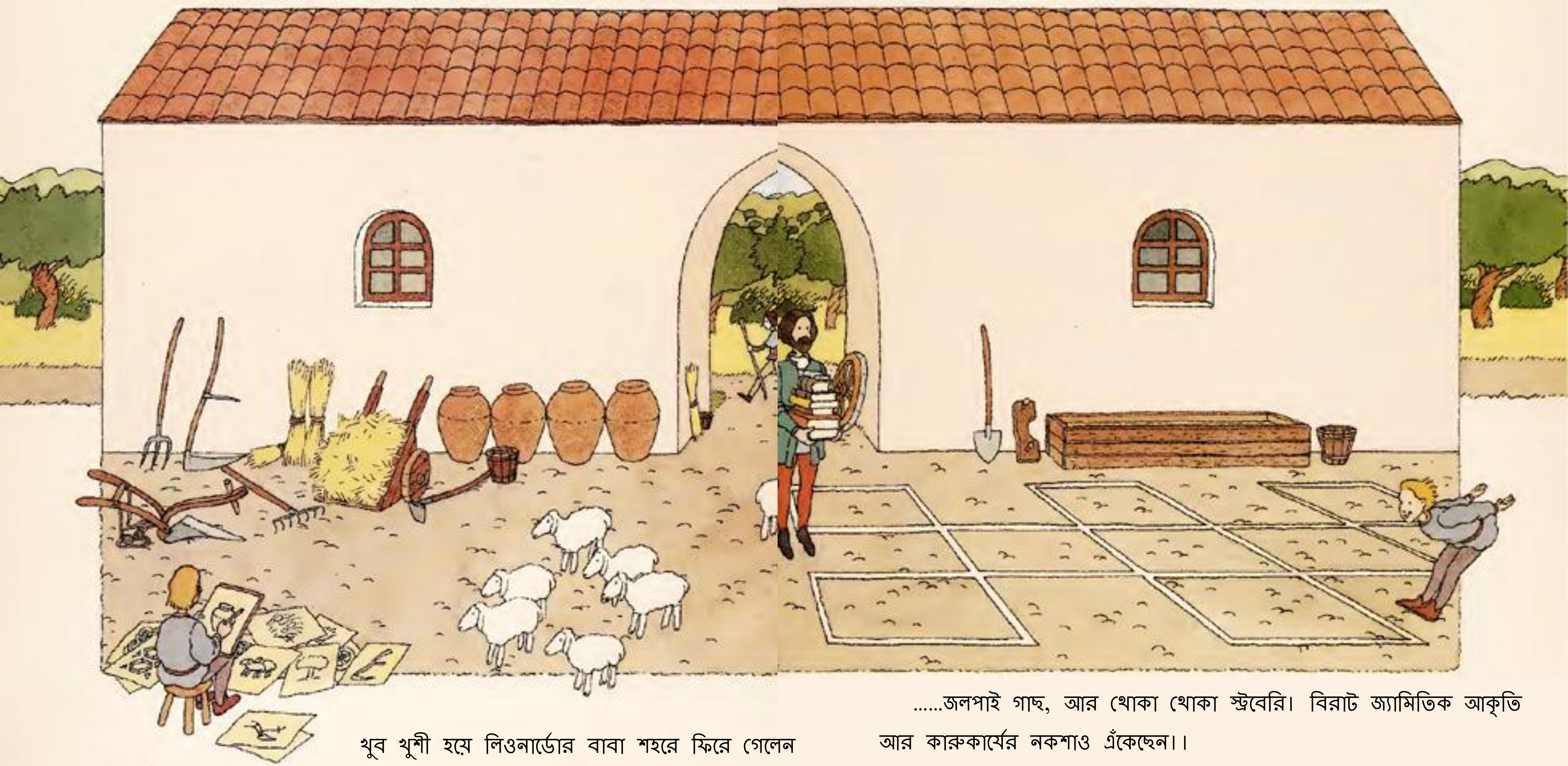
লিওনার্ডোকে পিনহুইল বানাতে দেখে তার বাবা মনে মনে বললেন, “আমার ছেলের এই সখ? লিওনার্ডো নিশ্চয়ই ইঞ্জিনিয়ার বা আর্কিটেক্ট হবে। সে পরিবারের এই নোটারি হবার পুরোনো প্রথা ভাঙবে।”



খুব খুশী হয়ে লিওনার্ডোর বাবা শহরে চলে গেলেন আর প্রযুক্তি, স্থাপত্য, ও যন্ত্রনির্মানের উপর অনেক বই কিনে আনলেন। কিন্তু যখন তিনি বাড়ি ফিরলেন তিনি গ্রামের লোকেদের কাছে শুনলেন তাঁর ছেলে প্রাসাদ, ব্রিজ আর পিন হুইল বানিয়েছে বটে কিন্তু সে সারাক্ষণ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক জিনিস নিয়েই থাকে। সে ঝিঁঝিঁ পোকা, পিঁপড়ে আর অন্য পোকামাকড় নিয়েই পরে থাকে সারাদিন। সে নুড়ি পাথর কোড়ায়, আর ঘন্টার পর ঘন্টা ফুল, পাতা আর কাঁটা গাছের গঠন আর নকশা পর্যবেক্ষণ করেই কাটায়।



“হয়ত আমারই ভুল হয়েছে,” তার বাবা লিওনার্ডোকে একটা মৌমাছিকে অবাক বিস্ময়ে পর্যবেক্ষণ করতে দেখে ভাবলেন। "মনে হয়, লিওনার্ডো প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়েই পড়াশোনা করতে চায়। হ্যাঁ, আমার মনে হয় ও হয়ত বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী অথবা ভূবিজ্ঞানী হবে। সে আমাদের প্রথাগত ক্লান্তিকর নোটারিগিরি আর করবে না।“



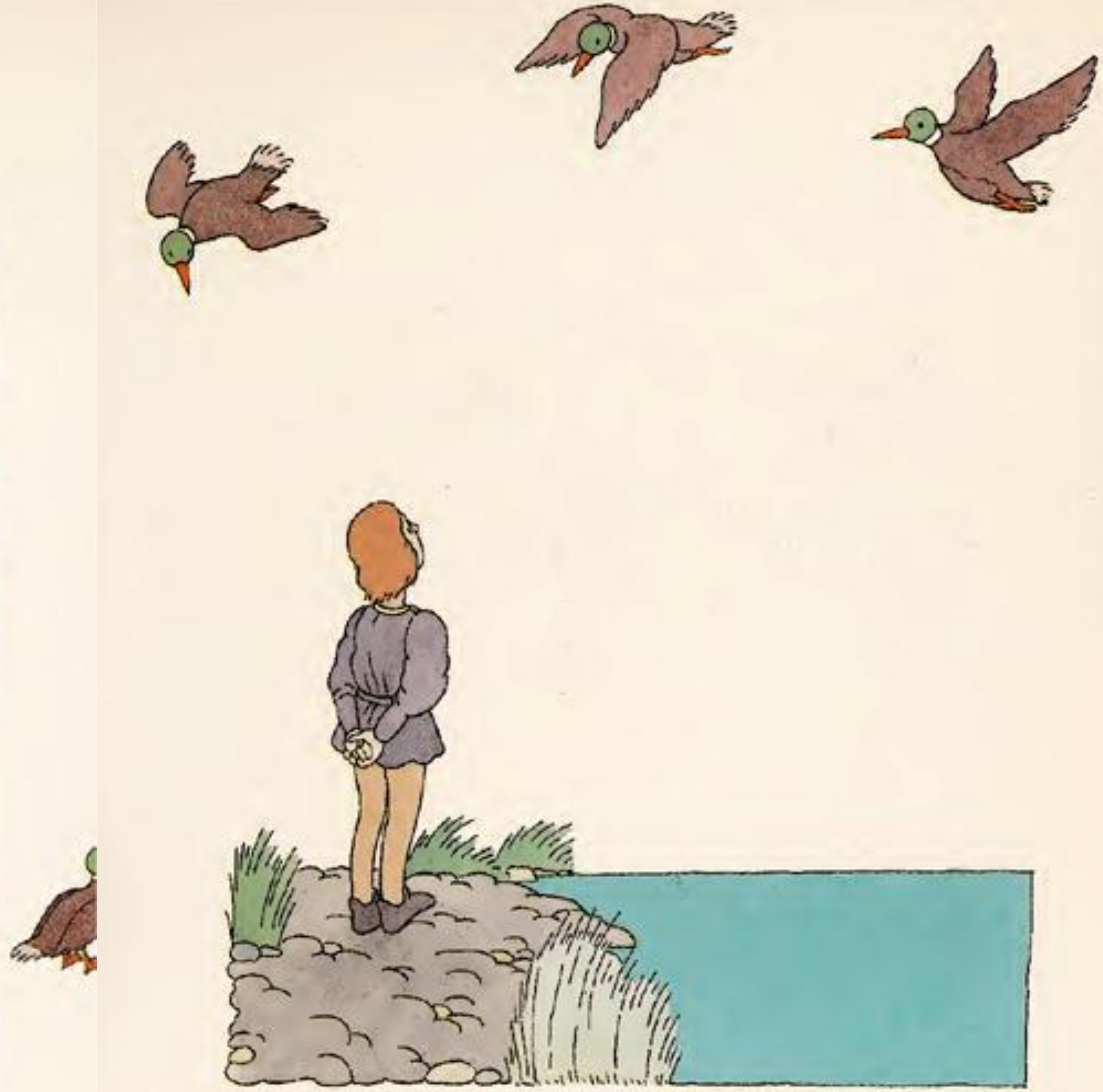
খুব খুশী হয়ে লিওনার্ডোর বাবা শহরে ফিরে গেলেন আর সেখান থেকে উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান আর ভূবিজ্ঞানের বই নিয়ে এলেন। কিন্তু যখন তিনি গ্রামে ফিরলেন সবাই তাঁকে বলল তাঁর ছেলে এখন আর কীট পতঙ্গ, নুড়ি পাথর আর ফুল নিয়ে পড়ে নেই। বরং এখন সে শুধুই এঁকে চলেছে। সে যা দেখে তাই আঁকে, চাষের লাঙল, জলের জগ, ভেড়ার বাচ্চা,...

......জলপাই গাছ, আর থোকা থোকা স্ট্রবেরি। বিরাট জ্যামিতিক আকৃতি আর কারুকার্যের নকশাও এঁকেছেন।।

"হয়ত আমার ভুল হয়েছে," এক্কা দোক্কা খেলতে থাকা লিওনার্ডোর দিকে তাকিয়ে তার বাবা ভাবলেন। "লিওনার্ডো চিত্রশিল্পী হবে। হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত, সে এইভাবেই বিখ্যাত হবে আর নোটারিগিরির পরম্পরা সে একদিন ঠিক ভাঙবেই।"



আবার খুশী হয়ে লিওনার্ডোর বাবা শহরে চলে গেলেন। তিনি এবার রঙ, তুলি, বিরাট আঁকার কাগজ, এবং জ্যামিতির আর নকশার বই আনলেন। কিন্তু এবারও তিনি যখন গ্রামে ফিরলেন, তাঁকে সবাই বলল লিওনার্ডো এখন আর আঁকছে না।



এখন লিওনার্ডোর নতুন সখ হল জিনিস উড়ানোর। সে সারাদিন পখীদের ওড়া দেখে– লক্ষ্য করে কিভাবে তারা ডানা ঝাপটায়, কিভাবে তারা লেজের ঝাপটায় স্থির হয়ে ভেসে বেড়ায়, কিভাবে তারা হাওয়ায় গা ভাসিয়ে ভেসে চলে, কিভাবে তারা আবার মাটিতে ফিরে আসে।



ওড়ার ইচ্ছের সাথে সাথে লিওনার্ডো বাতাসও পর্যবেক্ষণ করে। সে লক্ষ্য করে হাওয়া কিভাবে বয়, কিভাবে তা মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যায়, ঝরা পাতাগুলো কিভাবে মৃদু মন্দ বাতাসে ঘুরপাক খায়।

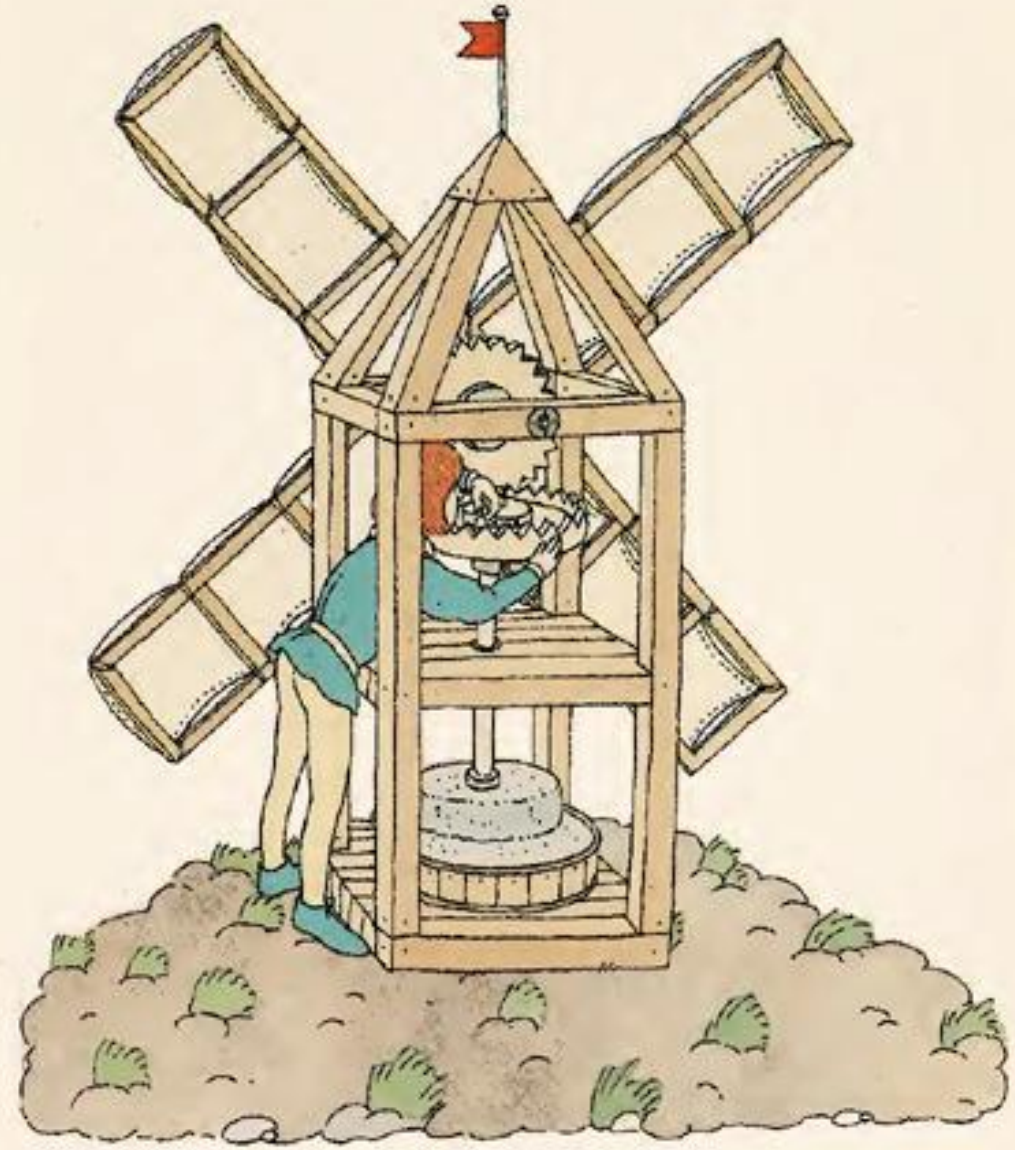
লিওনার্ডো একদিন একটা বিশাল ঘুড়ি তৈরি করে আকাশে ওড়াল।

এবার কিন্তু তার বাবার বেশ দমে গেলেন।

“আমার ছেলে খুব অস্থিরমতি,” লিওনার্ডোকে ঘুড়ির পিছন পিছন দৌড়াতে দেখে তার বাবা ভাবলেন। "ও হাজার জিনিস শুরু করে, আর তারপর হতদ্যম হয়ে পড়ে, আর শেষ করতে পারে না। হয়ত শেষমেশ একদিন লিওনার্ডো নোটারিই হবে।“



খুব দুঃখ পেয়ে, লিওনার্ডোর বাবা শহরে ফিরে গেলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে নিয়ে এবার চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না লিওনার্ডো বড় হয়ে কি করবে।



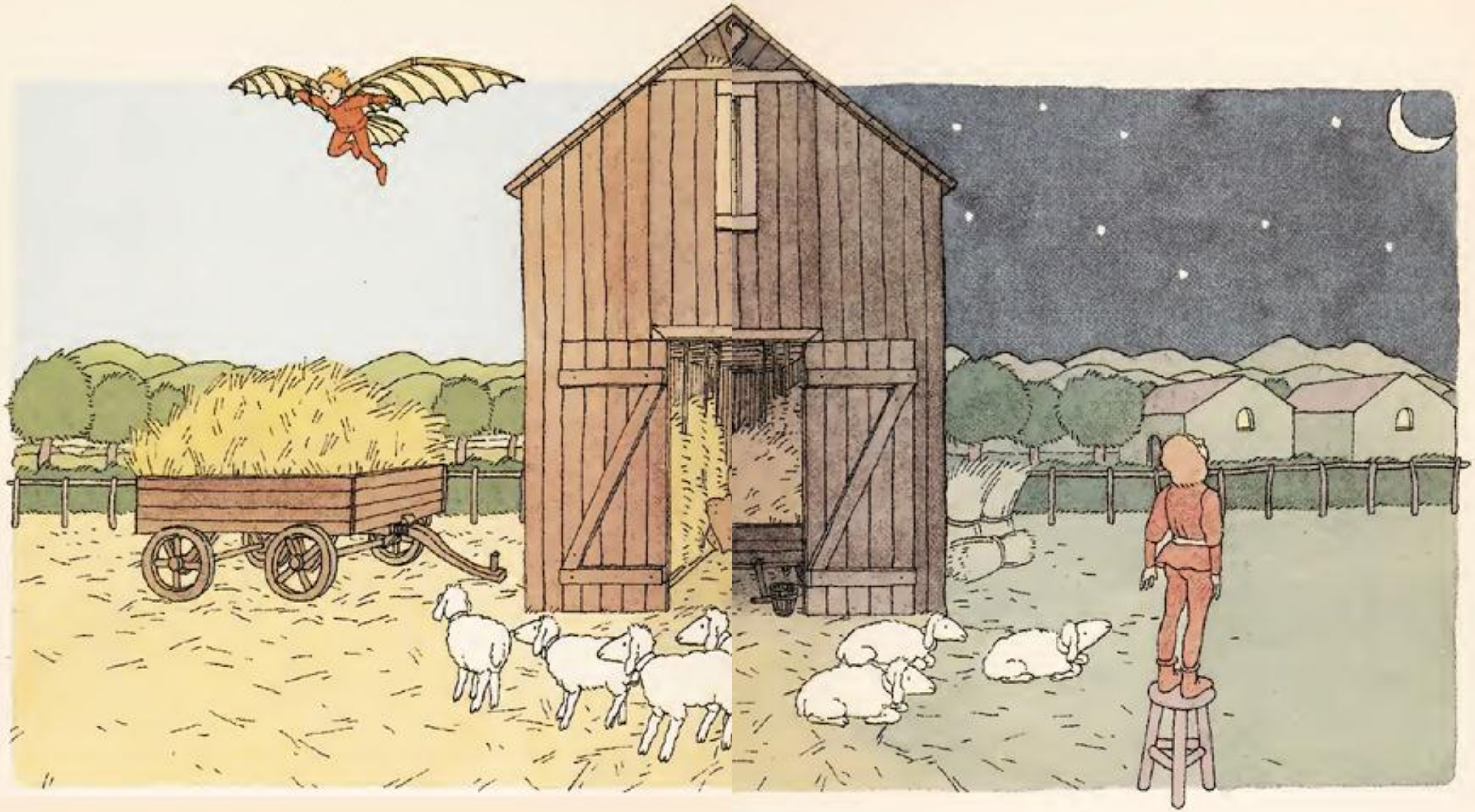
এরপর তিনি আবার যখন গ্রামে ফিরলেন, লোকেরা তাঁকে বলতে লাগল যে লিওনার্ডো আবার বাড়ি , প্রাসাদ আর পিনহুইল বানাতে শুরু করেছে। আর তার থেকেও বড় কথা এবার লিওনার্ডো একটা উইন্ডমিল বানিয়েছে যেটা সম্পূর্নরূপে কাজ ও করে।



তারা লিওনার্ডোর বাবাকে আরও বলল যে এখন লিওনার্ডো শুধু কীট পতঙ্গ, নুড়ি পাথর, ফুল আর পাতাই না- তার সাথে বড় বড় প্রাণী যেমন শেয়াল, সজারুও পর্যবেক্ষণ করে।



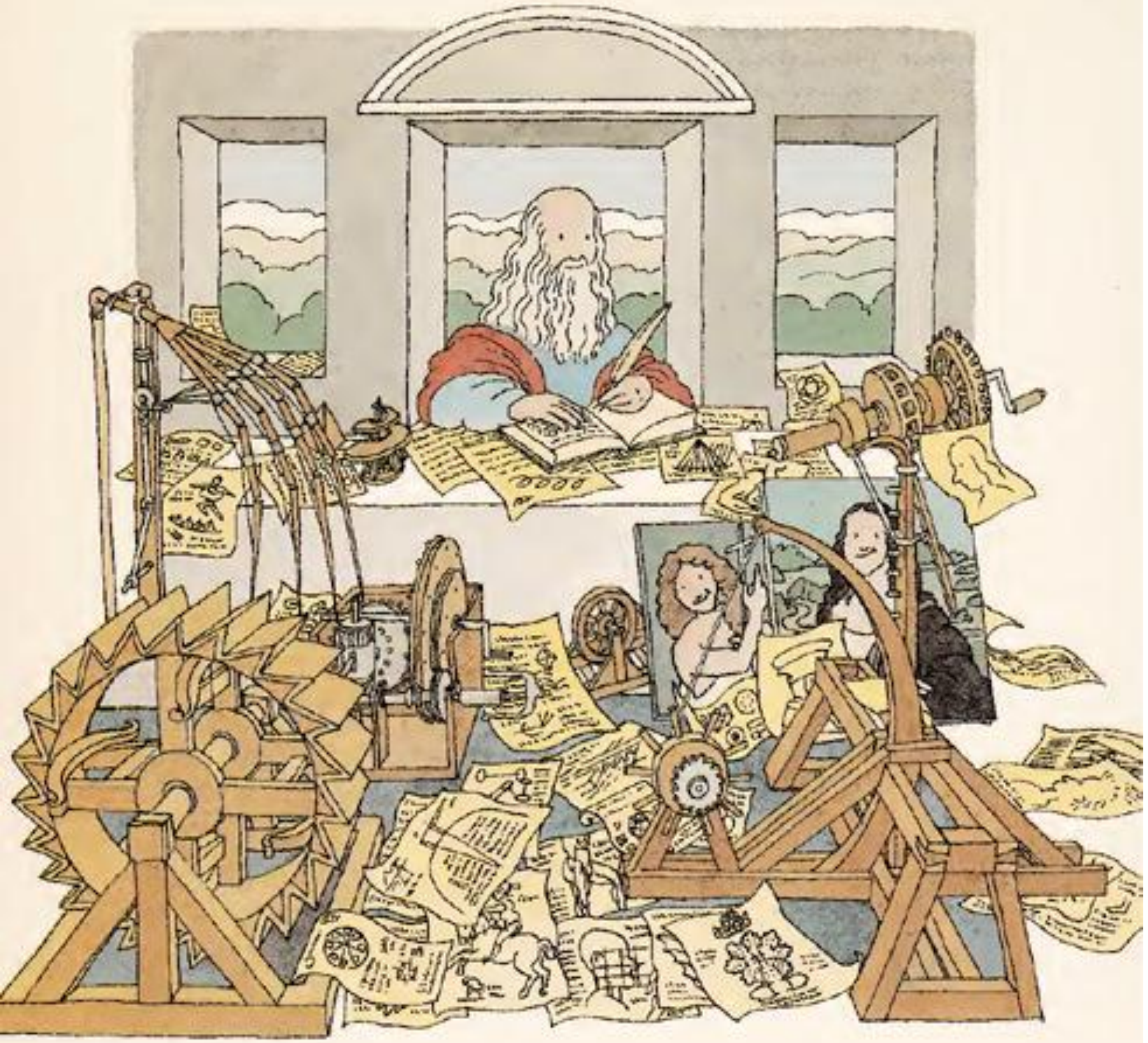
তারা এও বলল যে এখন লিওনার্ডো আঁকাঝোকাও করে। সে যা দেখে তাই আঁকে। জ্যামিতিক আকৃতি আর নকশাই শুধু না, এখন সে তার সাথে পরিচিত মানুষের প্রতিকৃতিও আঁকে।



লিওনার্ডোর বাবা এও জানলেন যে তাঁর ছেলে এখন শুধু পাখীর ওড়া, বাতাসের গতিবিধিই নয়, নিজেও ওড়ার তোড়জোড় করছে। সে নাকি দুটো বিশাল ডানা বানিয়ে এক চালাঘরের ছাদ থেকে অন্য চালাঘরের ছাদে ওড়ার চেষ্টাও করেছে। উড়তে গিয়ে সে খড়ের গাদায় পরেছে বটে তবে চোট পায় নি।

আর একটা নতুন জিনিস হয়েছে। লিওনার্ডো এখন রাত জেগে জেগে গ্রহ, নক্ষত্র, আর চাঁদ পর্যবেক্ষণ করছে।

লিওনার্ডোর বাবা বুঝতে পারছেন যে তাঁর ছেলে অস্থিরমতি নয় আর অনবরত সখও পাল্টায় না। লিওনার্ডো আসলে সব নতুন জিনিস জানতে চায়, বুঝতে চায়। তার আসলে সব রকম জিনিস বোঝবার এক অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে।



লিওনার্ডো পরে বড় হয়ে একদিন সেই সবকিছু করেছিলেন যার স্বপ্ন তার বাবা বিভিন্ন সময়ে দেখেছিলেন–ইঞ্জিনিয়ার, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, স্থাপত্যশিল্পী, চিত্রশিল্পী, আবিষ্কারক। তিনি এই সব করেছিলেন। আর তার সাথে আরও অনেক কিছু করে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি নামে সর্বকালের সেরা বুদ্ধিজীবী আর স্রষ্টা হিসেবে পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছিলেন।

সমাপ্ত